দৈনিক
জনকণ্ঠ

24 OCT 2016

দেশের শিক্ষার প্রথম স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশ হওয়ার আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা করুণ ছিল, শিক্ষার মানও ছিল তেমন। কোন কোন স্কুলে সেটেলমেন্ট এবং জরিপের সময় আমিনের টেবিলের চারদিকে যেভাবে মানুষ জড়ো হতো ঠিক সেরকম ছিল শিক্ষাদানের অবস্থা। ছাত্রছাত্রীও খুব কম হতো। শিক্ষকরা বেতন পেতেন পোস্ট অফিস হতে মানি অর্ডারের মাধ্যমে। বেতনের পরিমাণ ছিল ২৫/৩০/৩৫ টাকার মতো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার নির্ভরশীলতা

পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অর্থমন্ত্রী সমন্বয়ে দেশের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করার সঙ্গে স্কেল অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনও বৃদ্ধি করলেন। এখন তো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত মাইক্রো টিচিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী পড়ানো। শিশুদের এমনভাবে পড়ানো উচিত যাতে করে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিশুদের জ্ঞানের কোন অভাব না থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত শিশুদের অভিভাবকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ওপর নির্ভর করতে পারছেন না। কারণ এখনও অনেক স্কুলে সময়মাফিক নিয়মমতো ক্লাস হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ে কোচিং করানো হয়। কিন্তু সকল শিক্ষার্থী না নিয়ে বেছে বেছে নিয়ে কোচিং করানো হয়। কেউ কেউ প্রাইভেট পড়ান। নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে নাকি পরীক্ষার সময় নম্বর পেতে সমস্যা হয়। সরকার আর কি সুবিধা দিতে পারে? আমাদের আত্মসচেতনতা কবে জাগবে? কবে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান হবে? সবারই দেশ ও জাতির জন্য কিছু করা উচিত। অভিভাবকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করতে না পেরে বাচ্চা নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিন্ডারগার্টেনের মতো স্কুলে যায়। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপশিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ও প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি মনোযোগী হন, তা হলে মনে হয় দেশের প্রাথমিক শিক্ষা নির্ভরশীল হতে পারে।

মোঃ রুস্তম আলী বিশ্বাস
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ